মা দ ক দ্র ব্য নি য় ন্ত্র ণ অ ধি দ প্ত র

মাসিক বুলেটিন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাসিক বুলেটিন | সংখ্যাঃ পঞ্চম | বর্ষঃ প্রথম | মে ২০০৫

কুখ্যাত মাদক সম্রাজ্ঞী রাশিদা গ্রেফতার

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ঢাকা মেট্রো উপ-অঞ্চলের একটি বিশেষ টিম অবৈধ মাদক সম্রাজ্ঞী রাশিদা বেগম ও তার স্বামী জহিরুল ইসলাম (জামাল) কে গ্রেফতার করেছে। গত ২৫ এপ্রিল সকাল সাড়ে ৯ টায় সোনালী ব্যাংক গোড়ান শাখা থেকে ৫ লাখ টাকা উত্তোলনের পর টাকাসহ তাদের গ্রেফতার করা হয়। গত ২১ এপ্রিল রাশিদা বেগমের সহযোগী নুরজাহান, রুবিনা ও তাদের সহযোগী কামাল ও খলিলকে গ্রেফতার করে এবং তাদের কাছ থেকে ১৬ গ্রাম হেরোইন, ৫১ হাজার ২'শ ৬৩ টাকা এবং রাশিদার চেকবই, জমাবই, পাসবইসহ আনুষঙ্গিক কাগজপত্র জব্দ করে। ঐ অভিযানে রাশিদার সহযোগীরা ধরা পড়লেও রাশিদাসহ তার অন্য সহযোগিরা পালিয়ে যায়। এরপর থেকে মাদকদ্রব্যের ঐ টিম পলাতক আসামীদের ধরার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করতে থাকে। এদিকে ঢাকা মেট্রো উপ-অঞ্চলের বিশেষ টিম গোপন সূত্রে খবর পায় যে, উক্ত রাশিদা বেগম মতিঝিল থানায় গত ২২ এপ্রিল জিডি করে মিথ্যা হলফনামা দিয়ে নতুন চেকবই সংগ্রহ করে। তিনি ২৩ এপ্রিল ব্যাংক থেকে ১ লাখ টাকা উত্তোলন করে। এ খবর পাওয়ার পর বিশেষ টিম সোনালী ব্যাংক গোড়ান শাখায় নজরদারি বৃদ্ধি করে। সূত্র জানায় রাশিদা বেগম গত ১১ এপ্রিল থেকে ২০ এপ্রিল পর্যন্ত ঐ ব্যাংকে ৯ লাখ টাকা জমা রাখে। এসব তথ্য জানার পর ২৫ এপ্রিল মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা একাধিক কৌশল অবলম্বন করে ব্যাংকে অবস্থান নেয়। রাশিদা ও তার স্বামী জামাল ৫ লাখ টাকা উত্তোলন করে বের হবার সময় তাদের গ্রেফতার করা হয়। এছাড়া গত ১৯ এপ্রিল রাজধানীর গোপীবাগ এলাকা থেকে ৪০ বোতল ফেনসিডিলসহ সুজন(২০) এবং ২৪ এপ্রিল বনানীর চেয়ারম্যানবাড়ি বাজার এলাকা থেকে ৪০ গ্রাম হেরোইনসহ কোটিপতি মাদক ব্যবসায়ী ফাতেমাকে গ্রেফতার করা হয়। ঢাকা মেট্রো উপ-অঞ্চল গত তিনমাসে রাজধানী ঢাকা শহরের মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ২৩ জন শীর্ষ নারী মাদক ব্যবসায়ীর মধ্যে ১৫ জনকে গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতারকৃত মাদক সম্রাজ্ঞী রাশিদা ও তার স্বামী জামাল

এপ্রিল মাসের মামলার পরিসংখ্যান

এপ্রিল মাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাঠ পর্যায়ের অপরাধ দমন অভিযান, তল্লাশী, অবৈধ মাদক উদ্ধার ও অপরাধীদের গ্রেফতার কর্মে বেশ তৎপর ছিল। এপ্রিল মাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা ৬১৫ টি এবং আসামীর সংখ্যা ৬৭৮ জন। এপ্রিল মাসে মার্চ মাসের তুলনায় মামলার সংখ্যা বেড়েছে ৯ টি। তাছাড়া এপ্রিল মাসে মোট ৩১২ টি মামলা নিস্পত্তি হয়। এর মধ্যে সাজা প্রাপ্ত মামলার সংখ্যা ১৪২ টি, খালাস প্রাপ্ত মামলার সংখ্যা ১৭০টি । সাজাপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা ১৬০ জন এবং খালাসপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা ১৯৩ জন। এপ্রিল মাস পর্যন্ত অনিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ২৬৮৭৭ টি । অধিদপ্তরের এপ্রিল মাসের আলামতভিত্তিক মামলা,আসামী ও উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্যের বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

মাদকদ্রব্যের নাম	মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা	মাদকদ্রব্যের পরিমাণ
হেরোইন	১২৭	১৫৯	১.৪৮৯ কেজি
গাঁজা	১৬৯	১৬৫	১১৮.৩৪৬ কেজি
গাঁজা গাছ	১	০	৫৪ টি
অবৈধ চোলাই মদ	১৪৪	১৬১	৩১০৭.৫ লিটার
দেশী মদ	২	২	১৭ লিটার
বিদেশী মদ	১৩	৯	১১৫ বোতল
বিয়ার	৭	১০	২৬১ ক্যান
বিয়ার	১	১	২.৪ ক্যান
রেক্টিফাইড স্পিরিট	৭	৮	৬০ লিটার
ডিনেচার্ড স্পিরিট	৩	৪	২৪ লিটার
ফেন্সিডিল	৯২	১১০	৩৫৬২ বোতল
ফেন্সিডিল	০	০	১৬.৬ লিটার
তাড়ী (টোডি)	৩১	৩২	১৮৫৬ লিটার
টি.ডি.জেসিক ইঞ্জেকশন	৪	৪	৩৯৮ এ্যাম্পুল
জাওয়া(ওয়াশ)	১১	১১	৯৯৪৭ লিটার
এ্যালকোহল	১	১	১.২ লিটার
বনোজেসিক ইঞ্জেকশন	১	১	৪৪ এ্যাম্পুল
মুলি	১	০	২৫০ পিচ
নগদ অর্থ	০	০	৫৬৫২০৫ টাকা
সি,এন, জি	০	০	৩ টি
মোবাইল সেট	০	০	১ টি
মোট	৬১৫	৬৭৮	

মাদক বিনোদনের মাধ্যম নয়, আত্মহননের পথ

মানুষকে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য বিনোদন অপরিহার্য। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে উৎফুল্ল জীবনের অধিকারীরা তুলনামূলক বেশীদিন বেঁচে থাকে। আর বিনোদনের জন্য রয়েছে বিভিন্ন মাধ্যম। এই বিনোদন মাধ্যম হতে পারে সুস্থ, আবার হতে পারে অসুস্থ। সুস্থ মাধ্যম থেকেই সুস্থ বিনোদন সম্ভব। আর অসুস্থ মাধ্যম থেকে প্রাপ্ত বিনোদন আপাতঃদৃষ্টিতে বিনোদন মনে হলেও তা হতে পারে আত্মহননের পথ। কেননা অসুস্থ মাধ্যম থেকে বিনোদনের চেষ্টা করা হলেও তা হতে পারে জীবনের মারাত্মক পরিণতি যা নাকি জীবনকে করে তুলবে দুর্বিষহ। আলো ছেড়ে জীবন তখন নিমজ্জিত হবে অন্ধকারাচ্ছন্ন জগতে। অনেকেই নিতান্ত কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে বা অসৎ সঙ্গের আহবান উপেক্ষা করতে না পেরে বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে মাদককে বেছে নেয়। একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, মাদক বিনোদনের মাধ্যম নয়, আত্মহননের পথ মাত্র। মাদক সাময়িক উন্মাদনা সৃষ্টি করতে পারে কিন্তু তার পরিণতি কতটা ভয়াবহ তা কেবল ভোক্তভোগীরাই জানে। প্রথম প্রথম তারা মনে করে মাদকদ্রব্যের মাধ্যমে জীবন হয় উৎফুল্ল। কিন্তু ধীরে ধীরে তা পরিণত হবে মারাত্মক আসক্তিতে। এই মাদকাসক্তি এমন একটি সমস্যা যা নাকি পরবর্তীতে হয়ে যায় শারীরিক চাহিদা। মানুষ সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে যেমন খাদ্যের প্রয়োজন হয়, তেমনি একজন মাদকাসক্তের যখন নেশার সময় হয় তখন তার নেশাজাত দ্রব্য গ্রহন না করা পর্যন্ত নিজেকে স্থির রাখতে পারেনা। মানসিকভাবেও সে হয়ে পড়ে মাদক নির্ভর। বিষন্নতা তার পিছু নেয়। শারীরিক প্রয়োজনেই তাকে তখন মাদকদ্রব্য গ্রহন করতে হয়। সেইসাথে জীবন হয়ে যাবে ঝুঁকিপূর্ণ। শারীরিকভাবে সে হয়ে পড়বে অসুস্থ। কোন কাজের প্রতি তার থাকবেনা আগ্রহ। দূর হয়ে যাবে তার সকল প্রকার ভবিষ্যত পরিকল্পনা, সুস্থ চিন্তা-ভাবনা। মাদকের অর্থ ব্যয়ের কারণে পিছু নেবে অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা। মাদকাসক্ত হওয়ার পর তার জীবনের স্বাভাবিক গতি বাধাগ্রস্থ হয়ে পড়বে। এ সমস্যা পরবর্তীতে আর একক সমস্যা হিসেবে থাকেনা। এই সমস্যা তখন পারিবারিক তথা সামাজিক এমনকি রাষ্ট্রীয় সমস্যায় পরিণত হয়। এ সমস্যার কারনে মানবসম্পদ তথা আর্থসামাজিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। মাদকাসক্তরা তখন পরিবার ও সমাজের জন্য বোঝা হয়ে পড়ে। সুতরাং আমাদের সব সময়ই মনে রাখতে হবে জীবনের জন্য প্রয়োজন সুস্থ বিনোদন। মাদক কখনও বিনোদনের মাধ্যম হতে পারেনা। তা কেবল আত্মহননের পথ মাত্র।

সম্পাদকের কথা

ছিন্নমূল শিশুরা দু 'বেলা পেট পুড়ে খাবার সংগ্রহের তাগিদে ছোটে বেড়ায়। তারা অনেকেই পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। নেশার টাকা সংগ্রহ করার জন্য জড়িয়ে পড়ে অপরাধ জগতে। একসময় তারা হয়ে পড়ে সন্ত্রাসী চক্রের ক্রীড়ানক। পরিণতিতে তারা হয় পেশাগত ক্যাডার। কোন এক সময় সেই হয়তোবা বড় হয়ে জড়িয়ে পড়বে মাদকব্যবসার সাথে। সাম্রাজ্য কায়েম করতে লিপ্ত হবে মাদক সন্ত্রাসের জগতে। তার এই ব্যবসার মাধ্যমে অনেকের হাতে পৌছে যাবে মাদকের মতো মরণনেশাজাত দ্রব্য। তাই ছিন্নমূল শিশুরা যেন হাঁটি হাঁটি পা পা করে মাদকের মতো মরণ নেশা এবং মাদক ব্যবসার সাথে জড়িয়ে না পড়ে সেইজন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। তাদেরকে সুস্থ ও সুন্দর জীবন উপহার দেওয়ার জন্য সরকারের পাশাপাশি বেসরকারী সহযোগিতাও প্রয়োজন। ছিন্নমূল শিশুদের জন্য সুস্থ কর্ম পরিবেশের নিশ্চয়তা দিতে পারলে তারাও এদেশ ও জাতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। আসুন আমরা সকলেই ছিন্নমূল শিশুদের রক্ষা করার জন্য সাধ্যমত আমাদের সকলের হাত বাড়িয়ে দেই।

নিরোধ শিক্ষা অধিশাখা

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন রিপোর্ট

এপ্রিল মাসে ৬ টি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে ৯৭০ জন মাদকাসক্তের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। এর মধ্যে অন্তঃর্বিভাগে ২২৭ জন চিকিৎসা সেবা এবং বহিঃর্বিভাগে ৭৪৩ জন চিকিৎসা সেবা সম্পর্কে পরামর্শ ও ফলোআপ সেবা প্রাপ্ত হয়। নিম্নে এপ্রিল মাসে সরকারীভাবে প্রদত্ত চিকিৎসা সেবার একটি সারণি উপস্থাপন করা হলো ।

কেন্দ্রের নাম	অন্তঃর্বিভাগ	বহিঃর্বিভাগ	মোট	নতুন	পুরাতন
কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, ঢাকা	৭৮	৩৭৭	৪৫৫	১১৪	৩৪১
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, রাজশাহী	৩	২৩	২৬	৮	১৮
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, যশোর	২৩	২৪১	২৬৪	১৩৩	১৩১
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, কুমিল্লা	৭০	৭২	১৪২	১২	১৩০
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, চট্টগ্রাম	০	১	১	১	০
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, রাজশাহী	৫৩	২৯	৮২	৪৮	৩৪
মোট	২২৭	৭৪৩	৯৭০	৩১৬	৬৫৪

গুদামঘর থেকে মাদক উদ্ধার

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চলের একটি রেইডিং টীম গত ১৩ এপ্রিল সকাল ৯.০০ ঘটিকায় ঢাকা শহরের লালবাগ থানাধীন ৬৯/৭০ মৌলভীবাজার (চাল বাজার) এলাকায় অভিযান চালিয়ে মোঃ আলী আকবর হোসেন (৩৫) ও মোঃ মনির ফরাজী (১৯) এর দখলাধীন গুদামঘর হতে ১৪৪ ক্যান বিয়ার, ৩ বোতল বিদেশী মদ(৩ লিটার), ১০ লিটার রেক্টিফাইড স্পিরিট এবং নকল বিলাতী মদ তৈরীর উপকরণ এসেন্স ১০০ এম. এল উদ্ধারপূর্বক তাদেরকে গ্রেফতার করা হয় এবং তাদের বিরুদ্ধে লালবাগ থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

চট্রগ্রামে বিপুল পরিমানে মাদক উদ্ধার

গত ৩ এপ্রিল মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের চট্রগ্রাম মেট্রো উপ-অঞ্চলের একটি বিশেষ দল বন্দর নগড়ীর উত্তর আগ্রাবাদের রংগীপাড়া, বসির আহাম্মদ রোড হতে মোঃ সোলেমান (৩৫) এবং মোঃ আব্দুস সোবহান মিয়াকে তাদের ভাড়া করা বসতঘর হতে খাকি কাগজে মোড়ানো ৫৭ টি প্যাকেটে ৬৮৪ বোতল এবং সিনথেটিক ব্যাগে ১৬ বোতল সহ মোট ৭০০ বোতল ফেন্সিডিলসহ গ্রেফতার করে। অন্যদিকে গত ৩০ এপ্রিল বন্দর থানাধীন ফ্রিপোর্ট, ঝনকপ্লাজা সংলগ্ন এলাকার মোঃ সাহাবউদ্দিন প্রকাশ বড়মিয়াকে তার বসতঘরের ফ্রিজের নিচে প্রাপ্ত ৪৫০ গ্রাম ও তার পকেটে প্রাপ্ত ৫ গ্রামসহ মোট ৪৫৫ গ্রাম হেরোইনসহ গ্রেফতার করা হয়।

নিরোধ শিক্ষা কার্যক্রম ও মাদকবিরোধী প্রচারাভিযান

মাদকদ্রব্যের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে গণসচেতনতা বৃদ্ধি ও মাদকের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহ মাদকবিরোধী প্রচারাভিযানের উপর বিশেষ গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা মাঠ পর্যায়ে নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। ২৬ জুন, ২০০৫ মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের লক্ষ্যে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহন করেছে। নিম্নে এপ্রিল মাসের নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রমের একটি বিবরণী তুলে ধরা হলো।

১. শিক্ষাঙ্গন কর্মসূচী - ২৩ টি।
২. মাইকিং- ৩২ টি।
৩. সিডি/সিনেমা স্লাইড প্রদর্শন- ১০ টি।
৪. মাদকবিরোধী আলোচনা সভা- ২০ টি।
৫. পোস্টার বিতরণ- ২০০টি।
৬. লিফলেট বিতরণ- ১০০০টি।
৭. স্টিকার বিতরণ- ২০০টি।

গোপালগঞ্জে মাদকবিরোধী মত বিনিময় সভা

গত ২ এপ্রিল গোপালগঞ্জ সার্কিট হাউজ মিলনায়তনে গোপালগঞ্জ জেলা প্রশাসন ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ফরিদপুর উপ-অঞ্চলের যৌথ উদ্যোগে "মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও চোরাচালান " রোধ কল্পে এক মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মত বিনিময় সভায় প্রধান অথিতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গোপালগঞ্জ জেলার জেলা প্রশাসক জনাব আঃ রউফ এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার জনাব মির্জা আবদুল্লাহহেল বাকী। অনুষ্ঠানে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ফরিদপুর উপ-অঞ্চলের সহকারী পরিচালক জনাব রবিউল ইসলাম মূল বক্তব্য পাঠ করেন।

গোপালগঞ্জে অনুষ্ঠিত মাদকবিরোধী মত বিনিময় সভার একাংশ

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-অঞ্চল ও গোয়েন্দা অঞ্চলভিত্তিক এপ্রিল/০৫ মাসের মামলার পরিসংখ্যানঃ

ক্রমিক	উপ-অঞ্চলের নাম	দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা
১	ঢাকা-মেট্রো উপ-অঞ্চল	৮৭	১১০
২	ঢাকা উপ-অঞ্চল	৪৫	৫৪
৩	ময়মনসিংহ উপ-অঞ্চল	২৯	২৮
৪	ফরিদপুর উপ-অঞ্চল	১৬	১৬
৫	টাংগাইল উপ-অঞ্চল	৮	৮
৬	জামালপুর উপ-অঞ্চল	৮	১২
৭	চট্রগ্রাম-মেট্রো উপ-অঞ্চল	৪৩	৩৭
৮	চট্রগ্রাম উপ-অঞ্চল	১২	৭
৯	সিলেট উপ-অঞ্চল	৩৯	৪০
১০	নোয়াখালী উপ-অঞ্চল	১১	১২
১১	কুমিল্লা উপ-অঞ্চল	২৩	২২
১২	কক্সবাজার উপ-অঞ্চল	৭	৫
১৩	রাঙ্গামাটি উপ-অঞ্চল	৩	৩
১৪	খাগড়াছড়ি উপ-অঞ্চল	২	০
১৫	বান্দরবান উপ-অঞ্চল	৩	৩
১৬	খুলনা উপ-অঞ্চল	৩০	৩৬
১৭	যশোর উপ-অঞ্চল	২৯	২৮
১৮	কুষ্টিয়া উপ-অঞ্চল	১৫	১৩
১৯	বরিশাল উপ-অঞ্চল	৬	৬
২০	পটুয়াখালী উপ-অঞ্চল	২	১
২১	রাজশাহী উপ-অঞ্চল	৭৩	৮৭
২২	পাবনা উপ-অঞ্চল	২৪	২৭
২৩	বগুড়া উপ-অঞ্চল	১৭	১৭
২৪	রংপুর উপ-অঞ্চল	৩২	৪৩
২৫	দিনাজপুর উপ-অঞ্চল	২১	২৯
২৬	ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চল	১২	১৮
২৭	রাজশাহী গোয়েন্দা অঞ্চল	৬	৫
২৮	চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চল	৯	৮
২৯	খুলনা গোয়েন্দা অঞ্চল	৩	৩
	সর্বমোটঃ	৬১৫	৬৭৮

নারায়নগঞ্জে ফেনসিডিল ও গাঁজা উদ্ধার

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ঢাকা উপ-অঞ্চলের একটি বিশেষ টিম গত ২ এপ্রিল রাতে নারায়নগঞ্জের ফতুল্লা ও সিদ্ধিরগঞ্জ থানাধীন বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২১ বোতল ফেন্সিডিল ও ৩৫ পুরিয়া গাঁজাসহ ৪ মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করে। সিদ্ধিরগঞ্জ থানার এনায়েতনগর এলাকার চিহ্নিত মাদক বিক্রেতা বাবুর কাছ থেকে ১১ বোতল ও এমরানের কাছ থেকে ১০ বোতল ফেনসিডিলসহ গ্রেফতার করে। সন্ধ্যায় ফতুল্লা থানার কুতুবপর এলাকা থেকে গোপন সংবাদে নাছির ও আনোয়ায়ের কাছ থেকে ৩৫ পুরিয়া গাঁজাসহ দুই মাদক বিক্রেতাকে গ্রেফতার করে। বন্দর নগরী এলাকায় তারা দীর্ঘদিন যাবৎ মাদক ব্যবসা চালিয়ে আসছিল বলে জানা যায়।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
টেলিযোগাযোগ ঃ ৯৩৫৫৮৯৩, ৯৩৫৫৮৯৪, ৮৩১২২৪৯।